গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
কল্যাণ শাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০২৪.০০.০৪৪.১৬. ৫৬৯ তারিখ : ১০/০৭/২০১৯খ্রিঃ।

বিষয়: কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৭/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিদেশ গমনেচ্ছু/প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে কর্মী-বান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক বীমা পরিকল্প গ্রহণ, বীমা পরিকল্পের প্রিমিয়ামের অর্থ সংস্থানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: মোট ০৪ (চার) ফর্দ।

১০.০৭.১৯
(কাঞ্চন বিকাশ দত্ত)
সহকারী সচিব
ফোন-৪১০৩০২৬২
ইমেইল:kanchonbiksh@gmail.com

বিতরন: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও,ঢাকা ।
২. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, দিলকুশা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, ২৪, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
৬. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৭. মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড,প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
কল্যাণ অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

বিষয় : বিদেশগামী প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে কর্মী-বান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক বীমা পরিকল্প গ্রহণ, বীমা পরিকল্পের অর্থ সংস্থানসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব ইমরান আহমদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ ঃ ০৭/৭/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।
সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (৬ষ্ঠ তলা)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ আরম্ভ করেন। সূচনা বক্তব্যে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে ও মানবিক দৃষ্টিকোন হতে বীমা পরিকল্পের প্রিমিয়াম, বীমার অংক ও প্রাপ্য সুবিধাদি নির্ধারণ করতে হবে যাতে কর্মীর উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ না পড়ে। তবে এতে কর্মীর অংশীদারিত্বও নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে বীমার প্রতি কর্মীর অধিকার ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, বীমার দাবী আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীমা ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও জবাবদিহিতামূলক করতে হবে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সকল যোগ্য বীমা কোম্পানীর অংশগ্রহণের দ্বারাই তা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই এ সংক্রান্ত নীতিমালায় বা পরিকল্পে সরকারী, বেসরকারী-সকল যোগ্য বীমা কোম্পানীর জন্য একটি Level Playing Ground তৈরির সুযোগ থাকা বাঞ্চনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন । বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাই আর কালক্ষেপন না করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আলোচনার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (অভিবাসী কল্যাণ) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং আজকের সভার আলোচ্যসূচী সভায় উপস্থাপন করেন যা সভায় উপস্থাপিত কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার বিবেচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান।

০৩। জীবন বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব শেলীনা আফরোজা বলেন, গত সভার সিদ্ধান্ত এবং প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে জীবন বীমা কর্পোরেশনের Actuary কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবাসী বীমা পরিকল্পের প্রিমিয়ামের অর্থ পুন:পর্যালোচনা করে একটি সংশোধিত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেখানে (ক) বীমার অংক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার জন্য ৯৯০/- (নয়শত নব্বই) টাকা প্রিমিয়াম পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং (খ) বীমার অংক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার জন্য ২৪৭৫/- (দুই হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা প্রিমিয়াম পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল ২৯২৫/- (দুই হাজার নয়শত পঁচিশ) টাকা। প্রবাসী কর্মীর স্বার্থ রক্ষার্থে বীমার প্রিমিয়ামের অংক সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে দ্রুত ও সহজে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরুতে জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন, যদি শুরুতেই বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে উন্মুক্ত করা হয় তবে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কোম্পানী নির্বাচন করতে হবে যা একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ/অনভিজ্ঞ কিংবা দাবী পরিশোধে সক্ষম/অক্ষম সকল বীমা কোম্পানীরই অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং যে কোম্পানী

সবচেয়ে কম প্রিমিয়াম রেট দাখিল করবে তার সক্ষমতা না থাকলেও তাকেই দায়িত্ব দিতে সরকার আইনগতভাবে বাধ্য হবে; ফলে কর্মী ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অন্যদিকে, জীবন বীমা কর্পোরেশন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তাই দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কেবল সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব বলে তিনি জানান। এমন কি জীবন বীমা কর্পোরেশন যদি কর্মীর দাবী পরিশোধে ব্যর্থও হয় তবে সরকার ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কর্মীর দাবী পরিশোধে বাধ্য থাকবে অর্থাৎ কোন ভাবেই কর্মীর ক্ষতিগ্রস্ত হবার সুযোগ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাছাড়া, এক বছর পর বীমার অংক, প্রিমিয়াম রেট, প্রদত্ত সুবিধাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবন বীমা'র পারফরমেন্স বিশ্লেষণ করে সরকার চাইলে পরবর্তী সময়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করে যোগ্য কোম্পানী নির্বাচন করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত দেন।

০৪। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (IDRA) সদস্য ড. এম. মোশাররফ হোসেন বলেন, বর্তমানে এই কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনকৃত ৭৬টি বীমা কোম্পানী ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা করছে যাদের অনেকের সামর্থ্য, সুনাম, অভিজ্ঞতা কিংবা দক্ষতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। বীমা ব্যবসায় তাঁর ব্যক্তিগত কর্ম-অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি জানান, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে একটি বীমা কোম্পানী বাছাই একদিকে যেমন সময় সাপেক্ষ, অন্যদিকে, তা থেকে প্রবাসী কর্মীদের প্রত্যাশিত সেবা পাওয়ার বিষয়টিও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এই প্রেক্ষাপটে দ্রুত, কার্যকরী এবং জটিলতা বিহীনভাবে প্রবাসী কর্মী বীমা পরিকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি প্রাথমিকভাবে জীবন বীমা কর্পোরেশনকে দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানান।

০৫। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্য কোম্পানী নির্বাচন করা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জন্য একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। তাই বীমা পরিকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে জীবন বীমা কর্পোরেশনকে দায়িত্ব প্রদান করে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৬। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি এবং অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির প্রস্তাবের উপর একমত পোষণ করে প্রবাসী কর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত বীমা পরিকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৭। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা ও নীতিমালা) জনাব নাসরীন জাহান প্রস্তাবিত বীমা পরিকল্পের ২.৯ (vii) অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন বীমার দাবী প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে "Psychiatric illness or any mental/nervous disorder " জনিত দাবীকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা হলো অনেক কর্মী বিদেশে কর্মের পরিবেশ বা চাপের কারণে বিভিন্ন ধরণের মানসিক অসুস্থতার শিকার হন। এ কারণে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বীমা পরিকল্পের Exclusion list হতে ২.৯ (vii) অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে জীবন বীমা কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার জনাব পারভীন সিদ্দিকা বলেন, প্রস্তাবিত বীমা পরিকল্পটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য বীমা পরিকল্পের আদলে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, কর্মীর বীমার দাবী তার বিদেশ গমণের প্রাক্কালের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদে উপর ভিত্তি করে পরিশোধ করা হবে বিধায় এ বিষয়ে পরবর্তীতে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। প্রয়োজনে নীতিমালায়/পরিকল্পে বিষয়টি স্পটীকরণ করা হবে মর্মে চেয়ারম্যান, জীবন বীমা কর্পোরেশন জানান।

০৮। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ সারোয়ার আলম বিদেশগামী প্রবাসী কর্মীর পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মীদেরও একইভাবে বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত পরিকল্পের প্রয়োজনীয় সংযোজন/ পরিবর্তন করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে জীবন বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জানান, বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মীদের জন্য ভিন্নভাবে বীমা পরিকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন ।

০৯। বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে যারা নতুন করে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করবে তাদের জন্যও বীমা পরিকল্প গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

১০। অতিরিক্ত সচিব (অভিবাসী কল্যাণ) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, বিদেশগামী প্রবাসী কর্মীদের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পের ১ম প্লান অর্থাৎ বীমার অংক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার জন্য প্রিমিয়াম ৯৯০/- (নয়শত নব্বই) টাকাকে বাধ্যতামূলক এবং ২য় প্লান অর্থাৎ বীমার অংক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার জন্য প্রিমিয়াম ২৪৭৫/- (দুই হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকাকে ঐচ্ছিক করা যেতে পারে।

১১। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রৌনক জাহান বলেন বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে যাতে বীমা পরিকল্পটি সবচেয়ে কর্মী বান্ধব হয় এবং এটি বাস্তবায়নে কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তথা জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রিমিয়ামের পরিমাণ অনেকটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এক বছর পর এ সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রিমিয়ামের পরিমাণ আরো কমানো যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে তিনি বীমা পরিকল্পের প্রিমিয়ামের পরিমাণ, প্রিমিয়ামে কর্মীর অংশীদারিত্ব, পরিকল্প ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এবং বীমা সুবিধা চালুকরণের সময় নির্ধারণসহ সার্বিক বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানান।

১২। সভাপতি বলেন, বাস্তবতার নিরিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বিদেশগামী কর্মীদের দ্রুত বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ অনুযায়ী বীমা পরিকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনকে প্রদান করে পরবর্তীতে সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সরকারী, বেসরকারী-সকল যোগ্য বীমা কোম্পানীর জন্য এটি উন্মুক্ত করার কার্যক্রম নেয়া যায় মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামতের আলোকে সর্বশেষ সংশোধিত বীমা পরিকল্পে উল্লিখিত প্রিমিয়ামের পরিমাণ আপাতদৃষ্টে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান তবে, জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বীমা পলিসিটি চালু হওয়ার পর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ ব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা, ০৯ (নয়) মাস পর বীমা গ্রহীতার সংখ্যা, বীমা অংক দাবীর সংখ্যা, বীমা দাবী নিস্পত্তির সংখ্যাসহ পুরো ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা এবং বীমা পরিকল্পটি সকল যোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে; এছাড়াও, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধার্যকৃত বীমা প্রিমিয়ামের অংকও পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সকল বিদেশগামী প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর জন্য ১ম প্লান অর্থাৎ বীমার অংক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার জন্য প্রিমিয়াম ৯৯০/- (নয়শত নব্বই) টাকাকে বাধ্যতামূলক এবং ২য় প্লান অর্থাৎ বীমার অংক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার জন্য প্রিমিয়াম ২৪৭৫/- (দুই হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকাকে ঐচ্ছিক করা যেতে পারে। উভয় প্লানের ক্ষেত্রে কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর তহবিল হতে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা প্রদান করা যেতে পারে এবং অবশিষ্ট অর্থ কর্মীকে প্রদানের শর্তারোপ করলে বীমার প্রতি কর্মীর অধিকার ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া যেহেতু ১ম প্লানকে বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত হয়েছে সেক্ষেত্রে কর্মীকে অবশিষ্ট ৪৯০/-(চারশত নব্বই) টাকা দিতে হবে যা তার উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ হবে না বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন আগামী ৩১ জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য প্রণীত বীমা পরিকল্পটি চালুকরণ করা যেতে পারে।

১৩। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশনের Actuary কর্তৃক সর্বশেষ সংশোধিত (গত ০৪/৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে সংশোধিত) প্রস্তাবিত বীমা পরিকল্পটি গৃহীত হলো। উক্ত বীমা পরিকল্প অনুযায়ী নিম্নোক্ত দু'টি জীবন বীমা ব্যবস্থা থাকবে:

প্লান-১:

- প্রবাসী কর্মীদের বয়স ১৮-৫৮ বৎসর বীমা সুবিধার আওতাভুক্ত
- বীমার মেয়াদ ০২ (দুই) বৎসর
- বীমা অংক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা (মৃত্যু, সম্পূর্ণ অক্ষমতা/আংশিক অক্ষমতা)
- প্রদেয় প্রিমিয়াম ৯৯০/-(নয়শত নব্বই) টাকা

প্লান-২:

- প্রবাসী কর্মীদের বয়স ১৮-৫৮ বৎসর বীমা সুবিধার আওতাভুক্ত
- বীমার মেয়াদ ০২ (দুই) বৎসর
- বীমা অংক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা (মৃত্যু, সম্পূর্ণ অক্ষমতা/আংশিক অক্ষমতা)
- প্রদেয় প্রিমিয়াম ২৪৭৫/-(দুই হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা

(i) সকল বিদেশগামী কর্মীর জন্য প্লান-১ বাধ্যতামূলক এবং প্লান-২ ঐচ্ছিক বলে বিবেচিত হবে;

(ii) উভয় প্লানের ক্ষেত্রেই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর তহবিল হতে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ কর্মীকে বহন করতে হবে;

(iii) বীমার মেয়াদ ২ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কর্মী স্ব-উদ্যোগে পরিকল্পটি পরবর্তী ২ বছর অন্তর অন্তর মেয়াদে নবায়ন করতে পারবেন;

(iv) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে যারা নতুন করে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করবে তাদের জন্য বীমা পরিকল্পের প্লান-১ গ্রহণ বাধ্যতামূলক বিবেচিত হবে।

(খ) প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন বীমা পরিকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। বীমা পরিকল্পটি চালু হওয়ার পর জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ ব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে এবং ০৯ (নয়) মাস পর বীমা গ্রহীতার সংখ্যা, বীমা অংক দাবীর সংখ্যা, বীমা দাবী নিস্পত্তির সংখ্যাসহ পুরো ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হবে এবং বীমা পরিকল্পটি সকল যোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধার্যকৃত বীমা প্রিমিয়ামের অংকও পুনর্বিবেচনা করা হবে;

(গ) বীমার মেয়াদ ২ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বদেশে প্রত্যাগত কর্মীগণ কী পদ্ধতিতে বীমা পরিকল্পটি চালু রাখতে পারবেন সে বিষয়ে জীবন বীমা কর্পোরেশন পরবর্তী সভায় একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করবে;

(ঘ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে "প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা"র প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে; এবং

(ঙ) আগামী ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রস্তাবিত বীমা সুবিধা চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে অটোমেশনের ভিত্তিতে ওয়ান-স্টপ গ্রাহকসেবা প্রদানের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে সাধিত অগ্রগতি বিশেষ করে বীমা গ্রাহকদের সাথে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সম্পাদিতব্য চুক্তি, সেবা প্রদান ও প্রিমিয়াম পরিশোধ প্রক্রিয়াসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনার জন্য ও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে **আগামী ১৭ জুলাই ২০১৯ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।**

১৪। গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৭/৭/১৯

ইমরান আহমদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়